Sem. IV, Bengali, SEC-B, Module-2

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গৃহীত বাংলা বানানবিধি

লিপি বিষয়ে প্রস্তাব

বাংলা লেখার রীতিতে অযুক্ত বা যুক্তবর্ণের বিন্যাসে একই বর্ণের একাধিক চেহারা—ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় allograph—সমান্তরালভাবে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে—ব্যবহৃত হয়। প্রয়োগগত সমতাবিধানের জন্য সেগুলিকে যথাসম্ভব এক চেহারায় নিয়ে আসা সংগত হবে।

১. ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরচিহ্ন যোগ

১.১ আ-কার, ই-কার এবং ঈ-কার (া, ি, ী)-এর ক্ষেত্রে বলা যায় এগুলি যথাক্রমে আ, ই এবং ঈ এই তিনটি পূর্ণ স্বরবর্ণের বিকল্প রূপ, কিন্তু এগুলির আর কোনো বিকল্প নেই। ফলে এগুলির রূপ পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠছে না।

১.২ অনেকে দাবি করেন যে, ই-কার (ি) এ-কার (ে) এবং ঐ-কার (ৈ) যেহেতু সংশ্লিষ্ট বর্ণের আগে বসে, কিন্তু উচ্চারিত হয় ওই ব্যঞ্জনবর্ণটির ধ্বনির পরে, সেজন্য সেগুলিকে ব্যঞ্জনটির পরে লিখতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য, পারম্পর্য (linearity) বাংলা লিখনরীতির মূল চরিত্র বা ঐতিহাসিক পরিণতি হিসাবে দেখা দেয়নি, তাছাড়া, অন্যান্য স্বরচিহ্ন যোগের ক্ষেত্রেও উচ্চারণগত পরম্পরা প্রতিফলিত হয় না। তাই ই-কার এ-কার ঐ-কারের অবস্থান পরিবর্তন করা সংগত হবে না।

১.২.১ ওই একই যুক্তিতে আমরা মনে করি ও-কার (ো) এবং ঔ-কারের (ৌ) দ্বিধাবিভক্ত রূপের সরলীকরণ করে নাগরি হরফের মতো (-ো) একমাত্রিক নতুন রূপদানও এখন সংগত হবে না।

ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরচিহ্নযোগে স্বরচিহ্নের যেসব রূপান্তর দেখা যায় সেগুলি এইরকম :

উ-কারের তিনটি রূপ : প্রধান রূপ হল (ু), যেমন কু চু টু। আর—একটি পাওয়া যায় অতিনির্দিষ্ট রূপ—শুধু র আর র-ফলার ক্ষেত্রে ডান পাশে (ু) চিহ্ন, যেমন রু, রু, শ্রু। তৃতীয়টি হল নীচে (ু) চিহ্ন, যেমন—কিন্তু, জন্তু।

কখনও দেখা যায়, উ-কারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যঞ্জনটিরও সাধারণ চেহারা বদলে যাচ্ছে, যেমন গু শু স্তু হু।

১.৩ তাই সিদ্ধান্ত হল : বর্ণ ও স্বরচিহ্নযোগের স্বচ্ছতার জন্য ওই অতিনির্দিষ্ট রূপগুলি বর্জিত হোক। তার বদলে সর্বত্র ব্যঞ্জন ও স্বরচিহ্নের প্রধান রূপটি যোগ করেই যুক্তচিহ্ন তৈরি করা হোক। যেমন—কু গু তু (স্তু) রু শু হু রু দ্রু।

উ-কারের ক্ষেত্রেও একাধিক রূপ পাই আমরা। প্রধান হল ব্যঞ্জনবর্ণের নীচে (ূ) চিহ্ন, আর অপ্রধান রূপটি হল র বা র-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের পাশে হাতল (ূ) চিহ্ন। এ সূত্রে মনে করা যেতে পারে যে, এই একই চিহ্ন হ-এর গায়ে যুক্ত হলে তা ঋ-কারের চিহ্ন হয়ে যায় (হৃ)।

১.৩.১ সিদ্ধান্ত : সর্বত্র একক ও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের নীচে পরিচিত (ূ) চিহ্ন ব্যবহার করা হোক। যেমন—রূ শ্রূ।

যোজ্য চিহ্ন হিসাবে ঋ-এর দুটি ভিন্ন রূপ আছে, (ৃ) আর হ-এর সঙ্গেই কেবল হাতল চিহ্ন (া)—যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১.৩.২ সিদ্ধান্ত ঃ সর্বত্রই ব্যঞ্জনবর্ণের নীচে (ৃ) চিহ্ন হবে। যেমন—কৃ, সৃ, পৃ হৃ।

১.৩.৩ বাংলা উচ্চারণে অ্যা [æ] অন্যতম স্বতন্ত্র স্বরধ্বনি হলেও এর কোনো নিজস্ব বর্ণরূপ নেই। আমাদের প্রস্তাব ঃ অজ্ঞাতমূল ও বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে শুধু অ্যা, আর অন্যত্র এ গোটা বর্ণ হিসাবে, এবং চিহ্ন হিসাবে যথাযোগ্য স্থানে, ্যা, এ-কার (ে) চিহ্নই ব্যবহৃত হোক। কোথায় কোন্‌টি ব্যবহৃত হবে নীচে তা বিস্তারিত বলা হল ঃ

১.৪ বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে অ্যা ধ্বনি দিয়ে উচ্চারণ শুরু এমন শব্দের প্রথম বর্ণে সর্বত্র 'অ্যা' ব্যবহারযোগ্য।

উদাহরণ ঃ

অ্যাংলো অ্যাকাউন্ট অ্যাকাডেমি ('আকাদেমি' ইংরেজি-ভিন্ন অন্য সূত্র থেকে গৃহীত একটি পৃথক শব্দ, তার বানানও ভিন্ন হবে) অ্যাক্ট অ্যাটাক অ্যাডভোকেট অ্যাথলিট অ্যানাটমি অ্যান্টিসেপটিক অ্যান্ড অ্যান্ডরুজ অ্যাপ্লিকেশন অ্যাব্রাহাম অ্যাভিনিউ অ্যালকোহল অ্যাসপিরিন অ্যাসপ্যারাগাস অ্যাসবেস্টস।

১.৪.১ ব্যঞ্জনপরবর্তী উচ্চারণে '্যা' অনুরূপক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য ঃ

ক্যাচ ক্যানভাস ক্যাপটেন ক্যাম্প ক্যাসেট গ্র্যাজুয়েট গ্ল্যান্ড চ্যানেল ট্যাক্সি ট্র্যাজেডি ড্যাম ড্যাম্প ড্যাশ ন্যাপ্পি প্যাক প্যান্ট প্র্যাকটিস ফ্যাক্ট ফ্যাক্টরি ব্যাংক ব্যাক ব্যাগ ব্যাট ব্যাবিলন ব্যালাড ব্যালান্স ব্যারন ব্র্যাকেট ব্র্যান্ডি ব্লাকবোর্ড ভ্যান ম্যাট্রিকুলেশন র‍্যাকেট র‍্যাভেনশ র‍্যাম্‌পার্ট শ্যাডো স্যান্ডউইচ হ্যাট হ্যান্ড হ্যাপিনেস।

১.৪.২ বিদেশি শব্দ ছাড়া অন্য যে অর্ধতৎসম তদ্ভব ও অজ্ঞাতমূল শব্দাবলি 'অ্যা' বা '্যা' দিয়ে লেখা যাবে তার সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ

অ্যাদ্দিন ক্যাওড়া ক্যাবলা খ্যাংরা খ্যাঁক খ্যাঁকশেয়াল খ্যাঁচাখেঁচি খ্যাঁট খ্যাঁদা খ্যাপা গ্যাঁজ গ্যাঁজলা গ্যাঁট গ্যাঁড়া গ্যাঁড়াকল ঘ্যানঘ্যান ঘ্যানঘ্যানর চ্যাং চ্যাংড়া চ্যালা চ্যালাকাঠ ছ্যাঁক ছ্যাঁচড়া ছ্যাঁচা জ্যাঠা জ্যালজেলে ট্যাংক ট্যাংরা ট্যাক ট্যাটন ট্যারা ঠ্যাং ট্যাকা ঠ্যাটা ঠ্যাকনা ঠ্যাকার ঠ্যাঙা ঠ্যাঙানি ড্যাঙা ত্যাঁদড় ত্যানা ত্যারচা থ্যাঁতলা থ্যাঁতা থ্যাবড়া ধ্যাঁতানি ধ্যাবড়া ন্যাওটা ন্যাংচা ন্যাকড়া ন্যাকা ন্যাড়া ন্যাবা প্যাঁচ প্যাঁচা প্যাঁটরা প্যাঁদানি ফ্যাকাশে ফ্যাচাং ফ্যান ফ্যালনা ব্যাং ব্যাঙাচি ব্যাঙ্গমা ভ্যাপসা ভ্যাবাচ্যাকা ম্যাও ম্যাজম্যাজ র‍্যাঁদা ল্যাংচা ল্যাংড়া ল্যাঙট ল্যাজ ল্যাঠা শ্যাওড়া শ্যাওলা স্যাঁতস্যাঁত স্যাঙাত হ্যাংলা হ্যাঁচকা হ্যাদে।

১.৪.৩ বলা বাহুল্য, তৎসম শব্দে যেখানে '্যা' আছে সেখানে এই চিহ্ন যথারীতি বজায় থাকবে ঃ খ্যাত ব্যাঘাত ব্যাপ্ত ব্যায়াম ব্যারাম।

১.৪.৪ কিন্তু, উচ্চারণে অ্যা ধ্বনি থাকলেও নীচের শব্দগুলির ক্ষেত্রে এ বা এ-কার দেওয়াই সংগত হবে ঃ

একলা একা এখন এগারো এত এমন কেন কেমন খেলনা খেলা ডেলা ঢেলা দেওর বেড়া বেলা ভেলা মেলা যেন যেমন হেন।

১.৪.৫ অ্যা-উচ্চারণযুক্ত ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে এ-কারের প্রয়োগই বাঞ্ছনীয় ঃ

খেলা গেছে গেল ঠেকা ঠেলা ঠেসাঠেসি দেখা বেলা (লুচি '—') বেড়ানো হেলানো হেলাফেলা।

১.৫ কিন্তু, সাহিত্যে গৃহীত ঔপভাষিক শব্দ বা সংলাপের ভাষায় এইসব দৃষ্টান্তে 'অ্যা' লেখা হবে ঃ

ক্যারদানি ক্যালানো ঘ্যাঁতানো ঘ্যাঁসটানো জ্যাবড়ানো ঝ্যাটানো ধ্যাঁতানো ধ্যাবড়ানো প্যাঁদানো ভ্যাপসানো হ্যাদানো।

১.৬ অ্যা ধ্বনি বোঝাতে এ্যা বা এ্য লেখার প্রবণতা আমরা বর্জনীয় মনে করি।

২. ব্যঞ্জনবর্ণ এবং ব্যঞ্জনচিহ্ন

ঙ—ং—ঙ্গ (ঙ্গ) ঃ এই তিনটির মধ্যে যে-কোনো একটি রেখে বাকিগুলিকে বর্জন করার প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হয়েছে। বিশেষত স্মরণীয় যে, 'ঙ্গ' (যা সচরাচর 'ঙ্গ' হিসাবে লেখা হয়) তা ঙ্ আর গ-এর যুক্তবর্ণ। 'ঙ্' বা 'ং' কিন্তু ঙ্গ-এর বিকল্প নয়, কারণ এ দুটিতে 'গ'-এর কোনো উচ্চারণ নেই। যেমন, 'দাঙ্গা'-তে 'ঙ্গ' উচ্চার্য, কিন্তু 'ভাঙা'-তে আদর্শ উচ্চারণে যেহেতু 'গ' অনুপস্থিত সেহেতু তাতে শুধু 'ঙ'-ই ব্যবহার্য।

২.১ এই সূত্রে, আমাদের মনে হয় যে, 'ঙ্গ' চিহ্নটির বদলে এর স্বচ্ছ রূপ 'ঙ্গ' ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

অনুরূপভাবে, স্বচ্ছতা আনবার জন্য ঙ্ক ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ব্যবহৃত হওয়া সংগত।

সমবর্গীয় নাসিক্যব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হলে যুক্তবর্ণের যে-রূপ হবে তার পূর্ণ তালিকা ঃ

ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ ণ্ট ণ্ঠ ণ্ড ণ্ঢ ণ্ণ

ন্ত ন্থ ন্দ ন্ধ ন্ন ম্প ম্ফ ম্ব ম্ভ ম্ম।

২.২ ত/ত/ৎ ঃ খণ্ড ত (ৎ) তুলে দেওয়ার প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হল না। তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ৎ বর্ণটি অপরিহার্য। যেমন, কুৎসিত চিৎকার ফুৎকার ভবিষ্যৎ সত্যজিৎ।

২.৩ তবে অতৎসম যাবতীয় শব্দের ক্ষেত্রে সমতাবিধানের প্রয়োজনে শুধু ত-এরই ব্যবহার হবে। যেমন ঃ

আদত আড়ত ইজ্জত ইল্লত ওঁত কতবেল কিতকিত কয়েতবেল করাত কাত কাতরানো কাতলা কানাত কেয়াবাত কৈফিয়ত খত গত (গানের—) ঘোঁতঘোঁত চিত চিতপুর চোত জরুরত জহরত তফাত তাত (<তপ্ত) থাত (<ধাতু) ধুত ধ্যাত নফরত নাতনি নাত নাতবউ নিতবর নেহাত পাতলা পুরুত পেতনি ফইজত ফাতনা ফেরত ফোঁতফোঁত বজ্জাত বনাত বসত বরাত বাত বাতলানো মজুত মতলব মহরত মাত মাতলামো মৌত মৌতাত শরবত সংগত (তবলা—) সহবত সাঁতরানো হজরত হাজত হাতড়ানো হুজ্জত।

৩. যুক্তব্যঞ্জনের রূপ ও প্রয়োগ

বাংলা যুক্তব্যঞ্জন চিহ্নগুলির আকৃতিতে পরিবর্তন ঘটানোর কিছু প্রস্তাব ছিল বিচারবিবেচনার পর তার মধ্যে কয়েকটি গৃহীত হল। কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রথাগত রূ বজায় রাখাই সমীচীন বলে স্থির হল। সেগুলি একে একে নীচে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে

যুক্তব্যঞ্জন চিহ্নটি 'স্বচ্ছ' থাকলে অর্থাৎ তার ব্যঞ্জনগুলির চেহারা আলাদা-আলাদাভা স্পষ্ট চেনা গেলে শিক্ষার্থী তা সহজে শিখতে পারে ঃ মুদ্রণের দিক থেকেও কাজে সুবিধা হয়।

৩.১ তাই, প্রচলিত বেশ কয়েকটি অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে আমরা স্বচ্ছ বা প্রায়স্বা রূপান্তর প্রস্তাব করেছি। সেগুলি মোটামুটি নীচের মতো, যদিও এগুলি চূড়ান্ত রূ নয়। আশা করছি, লিপিরূপ-বিশেষজ্ঞরা এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত সুষম সুন্দর রূপ নির্মাণ করবেন।

	প্রচলিত	গ্রহণীয়
ক্ + ত	ক্ত	ক্ত
ক্ + র	ক্র	ক্র
গ্ + ধ	গ্ধ	গ্ধ
ঙ্ + ক	ঙ্ক	ঙ্ক
ঙ্ + গ	ঙ্গ	ঙ্গ
ঞ্ + চ	ঞ্চ	ঞ্চ
ঞ্ + ছ	ঞ্ছ	ঞ্ছ
ঞ্ + ঝ	ঞ্ঝ	ঞ্ঝ
ণ্ + ড	ণ্ড	ণ্ড
দ্ + ধ	দ্ধ	দ্ধ
ন্ + থ	ন্থ	ন্থ
ব্ + ধ	ব্ধ	ব্ধ
স্ + থ	স্থ	স্থ
হ্ + ম	হ্ম	হ্ম

৩.১.০ আগের সংস্করণের প্রস্তাবের তুলনায় এই সংস্করণে কিছু যুক্তব্যঞ্জনে সংশোধন ও সংযোজন করা হল।

য্ + ণ	য্ণ	য্ণ
য্ + ম	য্ম	য্ম
য্ + ক	য্ক	য্ক
য্ + ব	য্ব	য্ব
য্ + ট	য্ট	য্ট
য্ + প	য্প	য্প

৩.১.১ কয়েকটি ক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জনচিহ্নের প্রচলিত অস্বচ্ছ রূপ বজায় রাখারই সিদ্ধান্ত ...হল, কেননা যেসব ক্ষেত্রে তাদের পৃথক ও পরম্পর (sequential) উচ্চারণ না-হয়ে ...একটি উচ্চারণ চলে এসেছে; যেমন জ্ + ঞ = জ্ঞ (গাঁ-, -গ্গাঁ)। 'জ্ঞান'-এর উচ্চারণ 'জ্‌ঞান' বা 'জ্‌নান' নয়, সে-উচ্চারণ 'গ্যাঁন'; তেমনই 'বিজ্ঞান'-এর উচ্চারণ 'বিগ্গাঁন'। এরকমভাবেই উচ্চারণ পালটে গেছে ক্ষ (ক্ + ষ) চিহ্নটির, যা প্রতিবেশ ...নুসারে কখনও শুধু খ, কখনও-বা ক্খ্—দ্রষ্টব্য 'ক্ষত' ও 'বিক্ষত'। তাই 'ক্ষ' ও 'জ্ঞ'-এর প্রচলিত রূপই থাকবে।

৩.১.১.১ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের প্রচলিত অস্বচ্ছ বা প্রায়স্বচ্ছ রূপ পালটাতে গেলে অহেতুক জটিলতা বাড়বে মনে করে সেগুলির প্রচলিত রূপ বজায় রাখাই সমীচীন। ...সেগুলি এই ঃ

ট্র ত্ত থ হ্ন (হ্ + ন)।

৩.২ অ-তৎসম, বিশেষত বিদেশি ঋণশব্দের বানানে প্রয়োজন হতে পারে বলে ...এই যুক্তব্যঞ্জনবর্ণগুলিও স্বীকারযোগ্য ঃ

ক্ + ট = ক্ট
ন্ + ট = ন্ট
ন্ + ঠ = ন্ঠ
ন্ + ড = ন্ড
ন্ + ঢ = ন্ঢ
স্ + ট = স্ট

বলা বাহুল্য, শিক্ষার ক্ষেত্রে ন্ট, ও ণ্ট, ন্ঠ ও ণ্ঠ এবং ন্ড ও ণ্ড-এর পার্থক্য চিনিয়ে দেওয়া জরুরি। ণ-এর সঙ্গে যুক্ত ট, ঠ, ড, ঢ কেবল তৎসম শব্দে রক্ষিত। কিন্তু মুদ্রণে প্রায়ই এ পার্থক্য রক্ষিত হয় না। এ সম্বন্ধে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।

৩.৩ 'ব' এবং 'য'-এর উচ্চারণ যেখানে পৃথকভাবে যথাক্রমে ব্ এবং জ্ রূপে ...করা হয় সেখানে ব-ফলা এবং য-ফলার বদলে 'ব' ও 'য' আলাদা ভেঙে লেখাই উচিত, নইলে উচ্চারণ-বিভ্রমের সম্ভাবনা থাকে। তাই আমরা লিখব—উদ্‌বাস্তু, উদ্‌বিগ্ন, উদ্‌বেগ, উদ্‌বেল, উদ্‌বোধন। উদ্বাস্তু, উদ্বিগ্ন ইত্যাদি নয়।

৩.৩.১ অন্যদিকে উদ্যোগ যদি 'উদ্‌জোগ' উচ্চারিত হয় তা 'উদ্‌যোগ' আকারে লেখা হবে। বলা বাহুল্য, ব-ফলা য-ফলার আলাদা ব্ ও জ্ উচ্চারণ না থাকলে ব-ফলা য-ফলাই থাকবে, যেমন অদ্বৈত, বিদ্বান, উদ্যম, উদ্যান।

তৎসম শব্দের বানান

১. হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরচিহ্ন

১.১.০ তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে যেখানে হ্রস্ব ই উ/ই-কার উ-কার এবং দীর্ঘ ঈ ঊ/ঈ-কার ঊ-কার দুটি রূপই প্রচলিত ও গৃহীত, সেখানে হ্রস্ব বিকল্পটিকেই আমরা গ্রহণ করেছি। এইরকম একটি তালিকা নীচে দেওয়া হচ্ছে ঃ

অঙ্গুরি অঙ্গুলি অবনি আবলি আবির উষসী উষা ঔষধি কটি কাশি (নগরী) কুমারি

কুশি কেলি কোটি কৌণি গাগরি চিৎকার চুল্লি তরণি ত্রুটি দাবি দীপাবলি দ্রোণি ধমনি ধরণি ধূলি নাড়ি নেমি পঞ্জি পদবি পরিপাটি পর্কটি পল্লি পাটি পুত্তলি পুরস্ত্রি পেশি প্রসূতি বদরি বলি বাজি বারি (হাতি বাঁধবার জায়গা) বেদি বেলি ভৃঙ্গি ভেরি মহি যুবতি শরণি সরণি সুরভি।

১.১.১ বলা বাহুল্য, হ্রস্ব বিকল্প না-থাকলে তৎসম শব্দের বানানে দীর্ঘ স্বরচিহ্নই লিখতে হবে।

১.২.০ সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি (অধিকারিন্ অধিবাসিন্ অভিমুখিন্ আততায়িন্ একাকিন্ কৃতিন্ গুণিন্ জ্ঞানিন্ তন্ত্রিন্ দ্বেষিন্ ধনিন্ পক্ষিন্ বিদ্রোহিন্ মন্ত্রিন্ রোগিন্ শশিন্ সহযোগিন্ ইত্যাদি) কর্তৃকারকের একবচনে দীর্ঘ ঈ-কারান্ত হয় এবং এই দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপেই এগুলি বাংলায় পরিচিত—(অধিকারী অধিবাসী অভিমুখী আততায়ী একাকী কৃতী গুণী জ্ঞানী তন্ত্রী দ্বেষী ধনী পক্ষী বিদ্রোহী মন্ত্রী রোগী শশী সহযোগী ইত্যাদি)।

১.২.১ সমাসবদ্ধ শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত মূল শব্দটিকে দীর্ঘ ঈ-কারান্ত 'বাংলা' শব্দ ধরে নিয়ে সমান হলেও তার দীর্ঘ ঈ-কারের ব্যত্যয় ঘটানো চলবে না। যেমন, আগামীকাল মন্ত্রীগণ শশীভূষণ।

১.২.২ কিন্তু, তৎসম ত্ব ও তা প্রত্যয় যোগ করা হলে এইসব শব্দের হ্রস্ব ই-কারান্ত (অর্থাৎ ইন্-এর ন্ লোপের পর যা থাকে) মূল প্রাতিপদিক রূপেই লেখা হবে। যেমন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিযোগিতা মন্ত্রিত্ব স্থায়িত্ব ইত্যাদি। ব্যতিক্রম—মন্ত্রীগিরি।

১.২.৩ কোনো কোনো তৎসম শব্দে বাংলা প্রত্যয় -ই লাগিয়ে বিশেষণ করা হয়, যেমন আগমনি উত্তরপ্রদেশি উদয়পুরি কৃত্তিবাসি জনকপুরি জনসংঘি তৃণমূলি দক্ষিণি প্রণামি প্রসাদি (—ফুল) বয়সি বিহারি মণিপুরি, রামপ্রসাদি, হিন্দুস্থানি। এই প্রত্যয় অর্থ বা প্রয়োগের দিক থেকে সংস্কৃত -ইন্ প্রত্যয়ের সমতুল্য নয়। তাই এ ধরনের নানা শব্দে দীর্ঘ ঈ-কার দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

পণ্ডিত থেকে বাংলা ই-প্রত্যয়ের বিশেষ্য পণ্ডিতি-তেও হ্রস্ব ই-কার হবে।

২. বিসর্গ (ঃ) চিহ্নের রক্ষা/বর্জন

২.১.০ তৎসম শব্দে বিসর্গ সর্বত্র রক্ষিত হবে কি না, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঃ

২.১.১ যেখানে -তস্ বা শস্ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলিতে অন্ত্যবিসর্গের প্রয়োগ প্রচলিত ছিল (কিন্তু কালক্রমে বর্জিত হতে দেখা যাচ্ছে), সেগুলিতে এখন আর বিসর্গ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমিতি তাঁদের নিয়মে বিকল্পের বিধান রেখেছিলেন, সেখানে আমরা বিসর্গহীন একটিমাত্র রূপেরই পক্ষপাতী। ফলে, অন্ততঃ ক্রমশঃ প্রথমতঃ প্রায়শঃ ফলতঃ বস্তুতঃ নয়, লেখা হোক অন্তত ক্রমশ প্রথমত প্রায়শ ফলত।

২.১.২ বিসর্গসন্ধিযুক্ত পদেও অন্ত্যবিসর্গ বর্জিত হোক। যেমন এইসব ক্ষেত্রে ঃ

ইতঃ + ততঃ > ইতস্তত (ইতস্ততঃ নয়)

অহঃ + অহঃ > অহরহ

মুহুঃ + মুহুঃ > মুহুর্মুহু।

কিন্তু সন্ধিতে যেখানে পদমধ্যে বিসর্গ রক্ষিত থাকে সেখানে পদমধ্যস্থ বিসর্গ লিখতে হবে। যেমন,

অতঃ + পর > অতঃপর

অন্তঃ + করণ > অন্তঃকরণ

মনঃ + পূত > মনঃপূত।

২.১.৩ বিসর্গসন্ধিজাত ও-কারের প্রচলিত ও দীর্ঘকাল-গৃহীত রূপগুলি রক্ষণীয়। যেমন, অকুতোভয় ততোধিক বয়োজ্যেষ্ঠ মনোযোগ মনোরঞ্জন মনোরম। 'মনমোহন' কোনো কোনো নামে, বিশেষত অবাঙালি নামে, দেখা গেলেও তৎসম মনোমোহন-ই গ্রহণীয়।

২.১.৪ 'ছন্দ' শব্দটির ক্ষেত্রে এটিকে বাংলা অর্ধতৎসম শব্দ ধরে নিয়ে বিসর্গসন্ধিজাত ও-কারকে বর্জন করা যেতে পারে। যেমন, ছন্দগুরু ছন্দবিজ্ঞান ছন্দমুক্তি ছন্দলিপি।

২.১.৫ দুঃস্থ নিঃস্তব্ধ নিঃস্পৃহ বয়ঃস্থ মনঃস্থ ইত্যাদি শব্দের ব্যাকরণসম্মত বিকল্প রূপ প্রচলিত আছে ঃ দুস্থ নিস্তব্ধ নিস্পৃহ বয়স্থ মনস্থ। বিসর্গহীন এই বিকল্প রূপগুলিই আমরা ব্যবহার করতে চাই। এখানে অবশ্য স্মরণীয় যে, অন্তঃস্থ আর অন্তস্থ দুটি ভিন্নার্থক শব্দ, প্রথমটির অর্থ 'ভিতরকার' (অন্তঃ + স্থ) এবং দ্বিতীয়টির 'শেষের' (অন্ত + স্থ)। তাই 'অন্তঃস্থ' শব্দটির বিসর্গ রক্ষিত হবে।

৩. হস্ চিহ্নের সমস্যা

পদান্তের হস্ চিহ্নকে পরস্বরহীন অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ বোঝানোর চিহ্ন বা ধ্বনিদাগ (diacritical mark) হিসাবে গণ্য করা হয়। বাংলায় কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছাড়া অ-কারান্ত শব্দ প্রায় সর্বত্র ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারিত হয়। এই রীতি অনুসারে পদের শেষে হস্ চিহ্নের ব্যবহার বাহুল্যসূচক (redundant), এজন্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে পদান্ত হস্ বর্জনের প্রস্তাব নেওয়া হল ঃ

৩.১.০ আশিস দিক ধিক পরিষদ পৃথক বণিক বিপদ বিরাট ভিষক সভাসদ সম্রাট ইত্যাদি হস্ চিহ্ন ছাড়াই ব্যবহৃত হোক।

৩.১.১ তদ্ধিত মতুপ্ প্রত্যয়ের হসন্ত মান্ আর কৃৎ শানচ্ প্রত্যয়ের হস্-চিহ্নহীন মান নিয়ে বিভ্রমের অবকাশ থাকলেও উভয় ক্ষেত্রেই হস্‌বিহীন 'মান' ব্যবহারের প্রস্তাব করি। যেমন—রুচিমান শক্তিমান শ্রীমান সংস্কৃতিমান এবং ঘটমান ধাবমান বর্তমান ম্রিয়মাণ ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে, বতুপ্ প্রত্যয়জাত বানও বান-রূপে লেখা হোক ঃ জ্ঞানবান ধনবান ভগবান।

৩.২.০ তবে সংস্কৃত সন্ধিজাত শব্দে পূর্বপদের শেষে হস্ চিহ্ন থাকবে। যেমন, দিগ্‌ভ্রান্ত পৃথক্‌করণ বাক্‌সিদ্ধ বাগ্‌ধারা।

৩.২.১ ষড়যন্ত্র শব্দটি ষড়যন্ত্র হিসাবেই প্রচলিত; এই প্রচলন মান্য করা যেতে পারে।

৪. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব

রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব সর্বত্রই বর্জিত হওয়া সংগত। র্য-এর ক্ষেত্রে র্য্য-রূপে এটি সবচেয়ে বেশি রক্ষিত হতে দেখা যায়, কিন্তু আমরা র্য-এরই পক্ষপাতী। দ্বিত্বহীন এই রেফযুক্ত শব্দগুলির বানান লক্ষণীয়—অর্চনা অর্জন আর্য ঊর্ধ্ব কর্ম চর্চা তূর্য পূর্ব র্জন মূর্ছনা হার্দিক ইত্যাদি তো বটেই, এমনকী কৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন কার্তিক বা বৃদ্ধ-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বার্ধক্য-তেও ত ও ধ-এর দ্বিত্ব অপ্রয়োজনীয়।

৫. ঙ আর ং

ঙ আর ং দুটোই যে-বানানে (সংস্কৃত ব্যাকরণমতে) শুদ্ধ, সেখানে ং ব্যবহারের প্রস্তাব গৃহীত হল। কিন্তু যেখানে ং প্রয়োগ (ওই ব্যাকরণে) অস্বীকৃত সেখানে নিছক দমতারক্ষার জন্য ং ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। কয়েকটি সংগত ং-এর দৃষ্টান্ত ঃ

অলম্ + কার > অলংকার
অহম্ + কার > অহংকার
ভয়ম্ + কর > ভয়ংকর
সম্ + গত > সংগত
সম্ + গীত > সংগীত।

৫.১.০ কিন্তু, যেসব শব্দে ম্-এর সন্ধি-পরিণাম হিসাবে ং আসেনি, সেখানে ং ব্যবহার অবৈধ। তাই অংক নয়, অঙ্ক (অনক্ + অল্); বংগ নয়, বঙ্গ; শংকা নয় শঙ্কা; সংগে নয়, সঙ্গে। এই রকম ঃ

অঙ্কুশ (অনক্ বা অঙ্ক + উশ)
আতঙ্ক (আ-তনক্ বা তঙ্ক্ + ঘঞ্)
কঙ্কাল (কনক্ বা কঙ্ক্ + আলন্)
পঙ্ক (পনক্ বা পঙ্ক্ + ঘঞ্)
বঙ্কিম (বঙ্ক্ + ইম) ইত্যাদি।

৫.২.০ সম্ + গীত সংগীত হলেও সম্ + বোধন কিন্তু সংবোধন নয়। ম্-এর বর্গীয় ব থাকলে তা ম্-ই থাকবে, ং হবে না; ম্-এর পরে অন্তঃস্থ ব থাকলে তবেই সেটা ং হবে। তাই কিংবদন্তি কিংবা প্রিয়ংবদা সংবর্ধনা সংবাদ ; কিন্তু সম্বন্ধ সম্বুদ্ধ সম্বোধি।

৬. শ-ষ-স

যেসব তৎসম শব্দে শ-ষ বা শ-স দুটোই সংস্কৃত অভিধানে স্বীকৃত সেগুলির ক্ষেত্রে শুধু শ ব্যবহার করার প্রস্তাব গৃহীত হল। এইসব বিকল্পের প্রথমটিই আমরা নেব ঃ

উশীর-উষীর কিশলয়-কিসলয় শরণি-সরণি শায়ক-সায়ক ইত্যাদি।

কোশ-কোষ নিয়ে প্রথমে একটু অসুবিধা হতে পারে কিন্তু, এ দুটি যেহেতু একই শব্দের বিকল্প বানান সুতরাং 'কোশ'-ই হোক।

অতৎসম শব্দ বিষয়ে

৭. হ্রস্ব ই-কার দীর্ঘ ঈ-কারের সমস্যা

অতৎসম শব্দে ঈ-কারকে যথাসম্ভব বর্জন করাই সংগত বলে আমাদের মনে হয়েছে। কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমিতি বহুকাল আগেই এই বিধান দিয়েছিলেন, তু তখন বিকল্প রূপটি বর্জিত হয়নি। অর্থাৎ সমিতির বানান-সূত্র অনুযায়ী কুমির-রির পাখি-পাখী ইত্যাদির দুটিই ব্যবহারযোগ্য ছিল। আমাদের প্রস্তাব, দীর্ঘ ঈ-কারযুক্ত কল্প রূপটিকে বর্জন করা হোক। এই প্রস্তাব অনুসারে :

৭.১.০ কুমির চাঁদনি ছেনি দিঘল দিঘি দিয়াশলাই নিচু নিলা পশমি পাখি পার্টি খুরি পারানি পিরিতি বাঁশি বাঁশরি বাড়ি রাখি সুপারি সেঁউতি হাতি হিরা হিরে ইত্যাদি ব্দে সবসময়েই হ্রস্ব ই-কার ব্যবহৃত হবে।

৭.১.১ কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে, প্রচলনগত কারণে ঈ-কারের ব্যবহার মেনে নিয়েও—মন কাহিনী চীনা চীনে ইত্যাদির ক্ষেত্রে, বিকল্পে কাহিনি চিনা চিনে আমরা স্বীকার রতে পারি।

৭.২.০ অতৎসম শব্দে হ্রস্ব ই-কার আর দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে বিশেষ্য বিশেষণ রূপের তন্ত্র্য দেখানোর দরকার নেই। অর্থাৎ,

আমরা খুশি	আমি খুশী
তৈরি করা	তৈরী বাড়ি

এরকম কোনো প্রভেদ করা নিষ্প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে সর্বত্রই হ্রস্ব ই-কারের প্রয়োগ লুক।

৭.৩.০ সংস্কৃত স্ত্রীবাচক প্রত্যয়ের নীতি অনুসারে অতৎসম শব্দেও দীর্ঘ ঈ-কার য়ে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝানোর রীতি এখনও কমবেশি চলছে। ব্যাপকতর সমতার স্বার্থে মাদের প্রস্তাব : এ ক্ষেত্রেও হ্রস্ব ই-কারের ব্যবহার হোক। তাই আমরা লিখব, কি (-মা) কামারনি খান্ডারনি খুকি খুড়ি খেঁদি গয়লানি চাকরানি চাচি ছাগলি ছুঁড়ি করি জেঠি (-মা) ঝি ঠাকুরানি দিদি ধাঙড়নি নেকি পাগলি পিসি পেঁচি বাঘিনি বামনি টি ভেড়ি মামি (-মা) মাসি (-মা) মুদিনি মেথরানি রানি সাপিনি স্যাঙাতনি ইত্যাদি।

৭.৪.০ জীবিকা ভাষা গোষ্ঠী সম্প্রদায় জাতি বোঝানোর জন্য যে ই-কারান্ত প্রত্যয় বহার করা হয় তা দীর্ঘ ঈ-কার হবে না, সবসময় হ্রস্ব ই-কার হবে। এইভাবে আমাদের স্তাব :

উজিরি ওকালতি জজিয়তি জমিদারি ডাক্তারি তবলচি পণ্ডিতি ফকিরি বরকন্দাজি শালচি মোক্তারি হাকিমি; আরবি ইংরেজি কাশ্মীরি গুজরাতি পাঞ্জাবি ফরাসি ফারসি য়েতনামি মারাঠি মালয়ালি মৈথিলি সিন্ধি, হিন্দি; আকালি কংগ্রেসি জনসঙ্ঘি ঝাড়খণ্ডি; রাকি ইরানি ওড়িশি কাবুলি জাপানি পাকিস্তানি বর্মি বাঙালি লাডাকি হানাফি।

৭.৫.০ কয়েকটি তদ্ভব অর্ধতৎসম মিশ্র ও বিদেশি বিশ্লেষণ শব্দে যে ই-প্রত্যয়

যুক্ত হয় তাও হ্রস্ব ই-কার দিয়েই লিখতে হবে—তা এ প্রসঙ্গে আলাদা করে বলা হচ্ছে ঃ আন্দাজি আসামি কারবারি খানদানি খুনি গায়েবি জাহাজি ঠগি তুফানি তেজারতি দরদি দেশি ধানি (-রং) নাকি (-সুর) পশ্চিমি ফরিয়াদি বিদেশি মজলিশি মরমি মরশুমি মুলতুবি মৌসুমি রাজি শরবতি হজমি।

৭.৫.১ কিছু দেশি-বিদেশি সাধারণ বিশেষ্য শব্দেও হ্রস্ব ই-কার বাঞ্ছনীয় ঃ

কবুলতি কাঁসারি কেরামতি ক্যারদানি খবরদারি গোলামি চালাকি চালিয়াতি জালিয়াতি টিটকিরি ঠুংরি ডুগডুগি ঢাকি (যারা ঢাক বাজায়) থানকুনি দেহলি পড়শি ফারসি মালি (যারা বাগানে কাজ করে) শালিশি সরফরাজি হালালি হম্বিতম্বি হুজ্জতি।

৭.৬.০ তবে সংস্কৃত-ঈয় প্রত্যয় যদি অতৎসম শব্দ বা শব্দাংশের সঙ্গে যুক্ত হয় সে ক্ষেত্রে অর্থবোধের সুবিধার জন্য দীর্ঘ ঈ-কার বজায় রাখতে হবে ঃ

অস্ট্রেলীয় আর্টেজীয় আলজিরীয় ইউরোপীয় এশীয় কানাডীয় ক্যারিবীয় ক্যালাডোনীয় জর্জীয় পোলিনেশীয় লাইবিরীয় সাইবেরীয়।

কী আর কি

৭.৭.০ কী আর কি—এই দুই শব্দের মধ্যে একটা প্রভেদ রাখা বাঞ্ছনীয়। 'কী' হল কখনও কর্মবাচক প্রশ্নমূলক সর্বনাম, কখনও বিশেষণের বিশেষণ; তুমি কী দেখেছ বলবে তো! বা কী চমৎকার! কী তার শোভা! বিকল্পাত্মক বিশেষণ হিসেবেও কী ব্যবহৃত হবে ঃ কী রাম কী শ্যাম—দুটোই সমান পাজি। এইসঙ্গে কীসে এবং কীসের দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে লেখা উচিত বলে মনে করি।

৭.১.১ কিন্তু, যে প্রশ্নের উত্তর হয় 'হ্যাঁ' হবে, না হয় 'না' হবে সে ক্ষেত্রেই শুধু হ্রস্ব ই-কার যুক্ত কি ব্যবহৃত হবে ঃ

তুমি কি দেখেছ বইটা!—এর উত্তর হবে, হ্যাঁ বা না।

তুমি কী দেখেছ?—এর উত্তর হবে শ্রোতা যা দেখেছে তার নাম বা বর্ণনা।

৮. হ্রস্ব উ-কার দীর্ঘ ঊ-কার নিয়ে

হ্রস্ব ই-কার দীর্ঘ ঈ-কারের মতো একই সমস্যা আছে হ্রস্ব উ-কার দীর্ঘ ঊ-কার নিয়ে। এ ক্ষেত্রেও অতৎসম শব্দে আমরা বিকল্পহীনভাবে হ্রস্ব উ-কার ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাই ধূলো পূজো পূরো না-লিখে আমরা লিখতে চাই ধুলো পুজো পুরো। এরকমভাবেই উনিশ চুন চুনি চুল জুয়া পুব ইত্যাদি।

৮.১.০ দীর্ঘ ঊ-কারযুক্ত তৎসম শব্দ বা উপসর্গের সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় বা শব্দ যুক্ত হলেও ব্যুৎপত্তি-স্মারকতার সূত্রে দ্রুত অর্থবোধের সহায়ক বলে মূলের দীর্ঘ ঊ/ ঊ-কার পালটানো ঠিক হবে না। তাই ঊনত্রিশ ধূর্তামি মূর্খামি ভূতুড়ে পূজারি ইত্যাদি।

৮.২.০ কিন্তু শব্দগুলির অর্ধতৎসম রূপ গ্রহণ করলে দীর্ঘ ঊ-কারের বদলে হ্রস্ব উ-কার গৃহীত হবে ঃ উনপাঁজুরে মুখমুখি পুজুরি ইত্যাদি।

অর্থাৎ তদ্ভব ও অর্ধতৎসম কথ্য রূপে যে শব্দগুলি পাই সেসবের বানানে আমরা ব্যুৎপত্তি থেকে উচ্চারণের দিকে কিছুটা সরে আসতে চাই।

৯. শব্দান্তে ও-কার

ও-ধ্বনির উচ্চারণ বোঝানোর জন্য কোনো কোনো শব্দের বানানে ও-কার যোগ করা সংগত কি না, এই সমস্যার নিরসনে আমাদের প্রস্তাব, এইসব শব্দে ও-কারান্ত রূপ থাকুক ঃ

কালো খাটো ছোটো বড়ো ভালো মতো।
এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো।

৯.০.১ কিন্তু, এত কত তত যত ইত্যাদি শব্দে ও-কার অপ্রয়োজন।

৯.০.২ কোন্-কোন-কোনো-কোনও—এই বানানগুলির মধ্যে দুটি ভিন্ন অর্থে 'কোন' (প্রশ্নবাচক সর্বনাম, which) আর 'কোনো' 'কোনও' (অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম, some, any) ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। অনেকগুলির মধ্যে কয়েকটি বোঝানোর জন্য লেখা হোক 'কোনো কোনো'/'কোনও কোনও'।

তেমনিভাবে, কখনো/কখনও, কারো/কারও, আরো/আরও, আরোই/আরওই।

৯.১.০ Too অর্থে 'ও' যোগ করলে সেটা স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবেই লেখা উচিত। তাই আজো এখনো তোমারো নয়, লেখা হবে আজও এখনও তোমারও রামেরও ইত্যাদি। কবিতায় ছন্দের কারণে ও-কারের বানান থাকতে পারে।

৯.২.০ আদি অক্ষরে (Syllable-এ) স্বরধ্বনি অ-যুক্ত মূল শব্দের সঙ্গে -উয়া প্রত্যয় জুড়ে যে রূপ হয় (জল+উয়া>জলুয়া), তার আধুনিক স্বরসংগতিপ্রসূত রূপে দুটো ও-কার দেওয়াই সংগত হবে। তাই জলুয়া থেকে জোলো, পড়ুয়া থেকে পোড়ো, পটুয়া থেকে পোটো।

৯.৩.০ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষণের 'লো' প্রত্যয় ও-কার ছাড়া লেখার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যেমন, ঘোরাল ছুঁচোল জোরাল ধারাল টিকোল প্যাঁচাল। আমরা এই প্রবণতা অযৌক্তিক মনে করি। তাই আমরা প্রত্যয়ের উচ্চারণ বজায় রেখে লিখতে চাই ঃ

ঘোরালো ছুঁচোলো জোরালো ধারালো টিকোলো প্যাঁচালো।

৯.৪.০ 'তো' এবং সেই সূত্রে 'হয়তো' ও-কারযুক্ত হোক।

৯.৫.০ ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপে নিম্নবর্ণিত পার্থক্যগুলি বজায় রাখা হোক ঃ

নিত্যবর্তমানকালে অ-কারান্ত ঃ তুমি কোন্ কাগজ পড়?
বর্তমান অনুজ্ঞায় ও-কারান্ত ঃ এটা পড়ো তো দেখি।
তুচ্ছার্থক বর্তমান অনুজ্ঞায় হলন্ত ঃ তুই পড়্।
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় একাধিক ও-কার ঃ এ বইটা অবশ্যই পোড়ো।
বস্ ধাতুর ক্ষেত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপ হবে বোসো।

আরও দ্রষ্টব্য ৪, ৯.৮.০, ৯.৮.১।

৯.৫.১ তবে ক্রিয়াপদের অতীত ও ভবিষ্যৎ রূপে শেষ বর্ণে ও-কার হবে না অর্থাৎ বলল বলত বলব লেখা হবে, বললো বলবো ইত্যাদি নয়। হল (<হইল), হত (<হইত) আমরা ও-কার ছাড়াই লিখতে চাই।

৯.৫.২ সাধিত ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের রূপ হবে নো-অন্তক। যেমন, করানো (করান নয়)। এইভাবে ঃ

খাওয়ানো চালানো দেখানো পাঠানো বলানো লাগানো শোনানো ইত্যাদি।

৯.৬.০ কোথাও কোথাও দ্বি-অক্ষরযুক্ত ধাতুর দ্বিতীয় ব্যঞ্জনে ও-কার বর্জনের প্রথা গৃহীত হয়েছে, যেমন জুড়ল, পিছবে, ফুরল, ভিড়বে, লুকবে। আমরা এই নীতিও যুক্তিহীন মনে করি। আমরা লিখতে চাই ঃ

জুড়োল, পিছোবে, ফুরোল, ভিড়োবে, লুকোবে।

এ বিষয়ে আমাদের দু-রকম যুক্তি আছে। এক, ধ্বনিতত্ত্বের যুক্তি ঃ লুকা-জুতা-পুরা থেকে ধ্বনি পরিবর্তনে লুকো, জুতো, ফুরো হয়েছে, যে নিয়মে মুলা থেকে মুলো, সুতা থেকে সুতো হয় সেই একই নিয়মে। সুতরাং লুকো—ইত্যাদির সঙ্গেই বিভক্তি যোগ হবে। দুই, সমরূপতার সম্ভাবনা এড়ানোর যুক্তি ভিড়বে আর ভিড়োবে-র প্রথমটি প্রযোজক নয়। দ্বিতীয়টি প্রযোজক ক্রিয়া। এই রকমভাবে তফাত রাখা দরকার, জুড়ল (ছেঁড়াপাতা জুড়ল), জুড়োল (ঠাণ্ডায় শরীর জুড়োল) ইত্যাদির মধ্যে।

৯.৭.০ অসমাপিকা ক্রিয়ার কোনো রূপেই স্বরসংগতিতে ও-কার বা ঊর্ধ্বকমার প্রয়োজন নেই।

তাই বোলে বা ব'লে নয়, আমরা লিখতে চাই বলে। তেমনই, করে হয়ে সয়ে পড়ে চলে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থবোধে সংশয় দেখা দিলে ঊর্ধ্বকমার প্রয়োগ চলতে পারে।

৯.৮.০ ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞা-রূপে ও-উচ্চারণ ঃ বোস্ হোন হোক।

৯.৮.১ সাধিত প্রযোজক ধাতুর ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ইও-র বদলে ইয়ো লেখারই প্রস্তাব হল। অর্থাৎ আমরা লিখতে চাই ঃ করিয়ো দেখিয়ো শুনিয়ো।

সিদ্ধ আ-অন্তক ধাতুর মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞার ক্ষেত্রেও এইভাবে য়ো হবে ঃ খেয়ো দিয়ো যেয়ো।

১০. ঐ-কার আর ঔ-কার

ঐ-কার বা ঔ-কারের অই বা অউ ব্যবহার প্রয়োজনমতো করা যেতে পারে, কিন্তু সর্বত্র সম্ভব বলে মনে হয়নি।

১০.১.০ তবে কই দই বই (বই কী) হইচই পইতে রইরই পইপই চইচই (হাঁসকে ডাকার শব্দ) ইত্যাদি শব্দ ঐ-কার ছাড়া লেখা হোক।

১০.২.০ তেমনই বউ বই ছউ ফউজ ঔ-কার ছাড়া লেখা যেতে পারে।

১১. ঙ বনাম ঙ্গ

কিছু কিছু শব্দে ঙ এবং ঙ্গ দুই বানানই প্রচলিত। যেমন, বাঙালি-বাঙ্গালি ভাঙা-ভাঙ্গা।

সব ক্ষেত্রে মান্য উচ্চারণের ভিত্তিতে আমরা ঙ-বানানেরই পক্ষপাতী। তাই ঃ
কাঙাল গোঙানি চাঙা টাঙানো ডাঙশ ভাঙা ডোঙা ঢ্যাঙা ধাঙড় নোঙর ভাঙা ভঙে রঙিন রাঙা লাঙল।

১১.১.০ যেখানে সাধারণত ঙ্গ উচ্চারণ হয়, সেখানে গ্-যুক্ত ঙ্গ-ই লিখতে হবে, যমন, জঙ্গাল জঙ্গি দাঙ্গা ভঙ্গি লুঙ্গি হাঙ্গামা।

১২. জ এবং য

অর্ধ-তৎসম ও তদ্ভব শব্দে জ-এর বদলে য ব্যবহার করলে ব্যুৎপত্তি-স্মারকতার ত্রে দ্রুত অর্থবোধের সহায়তা হতে পারে, এজন্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে আমরা জ'-এর বদলে মূলের য রাখার পক্ষপাতী।

যখ যখন যত যন্ত্রণা যবে যাওয়া যিনি যে ইত্যাদি।

১২.১.০ প্রচলিত কয়েকটি ক্ষেত্রে য-এর বদলে জ হবে। যেমন ঃ
কাজ জাঁতা জাউ জুঁই জুতসই জো জোগাড় জোগান জোড় জোড়া জোত জোয়াল।

১৩. ণ এবং ন

সংস্কৃত ণত্ব-বিধান কেবল তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

১৩.১.০ এই সব শব্দে দন্ত্য ন হবে ঃ
অঘ্রান কান কোনাকুনি ঘরানা চিরুনি চুন ঠাকরুন দরুন নরুন পুরোনো মানিক নি সোনা ইত্যাদি।

১৩.২.০ অ-তৎসম শব্দে মূর্ধন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন দন্ত্য ন-ই হবে। তাই ঃ
আন্ডা ঝান্ডা ঠান্ডা পিন্ডি মুন্ডা মুন্ডারি মুন্ডি মুন্ডু লন্ডভন্ড ষন্ড ইত্যাদি।

১৪. য-ফলা

অ-তৎসম শব্দে য-ফলা সর্বক্ষেত্রে বর্জন করা সম্ভব নয়; বিশেষত অর্ধ-তৎসম ব্দে য-ফলা রাখতে হবে। তাই কাব্যি জন্যে ভুজ্যি মাম্যিগম্যি ইত্যাদি না-লিখে কাব্যি ন্যে ভুজ্যি মান্যিগন্যি হিসাবে লেখাই সংগত হবে।

১৪.১.০ হিস্যা লেখা হোক হিস্সা।

১৫.০০ মফঃস্বল নয়, লেখা হোক মফস্সল বা মফস্বল।

১৬. শ ষ স

অ-তৎসম শব্দে প্রচলন অনুযায়ী শ-ষ-স তিনটিরই ব্যবহার হবে। যেমন, পিসি সি মোষ ষাঁড়।

১৭. ক্ষ এবং খ

ক্ষুদ্র ক্ষেত ক্ষ্যাপা ইত্যাদি শব্দে ক্ষ-এর পরিবর্তে খ ব্যবহারই সংযত বলে প্রস্তাব ওয়া হল। লিখতে হবে খুদ খেত খ্যাপা।

১৮. বিদেশি শব্দ বিষয়ে, একটু পৃথক-ভাবে

বাংলা শব্দভান্ডারে গৃহীত বিদেশি শব্দে দীর্ঘ স্বরচিহ্ন না-দিয়ে হ্রস্বচিহ্ন ব্যবহার করাই সংগত হবে। নীচে সেসব শব্দের একটি তালিকা দেওয়া হল ঃ

ইডেন ইদ ইঞ্জিনিয়ার ইভ ইস্ট ইস্টার কমিটি কাজি কিডনি ক্রিজ ক্রিম ক্লিন খ্রিষ্টান গির্জা চিপ জানুয়ারি টিন টিম ডিগ্রি থ্রি নবিশ নেবি প্লিডার ফি ফিরিঙ্গি বিচ (beach) বিন (bean) বিম (beam) ব্রিজ ব্রিফ মিলিটারি মুভি রিডার রিম রিল রেফারি লিগ লিড লিডার লেডি সিজার সুফি সেক্রেটারি স্টিম স্টিল স্ট্রিট হাজি হিজরি।

১৯.০.০ বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে মূর্ধন্য ণ প্রযোজ্য হবে না, সর্বত্রই দন্ত্য ন ব্যবহার করতে হবে। এখানে উচ্চারণের কোনো ইঙ্গিত রাখা হচ্ছে না। উদাহরণ ঃ

ইরান কর্নওয়ালিশ কার্নিশ কার্নেশন কার্বন কুর্নিশ কোরান ক্রেন গভর্নর টার্নিং টার্মিনাল ট্রেন পরগনা ফার্ন বায়রন ব্যারন রোমান কন্ট্রাক্টর কন্ট্রোলার লণ্ঠন লন্ডন।

২০.০.০ st বর্ণগুচ্ছ-বিশিষ্ট ইংরেজি শব্দে স্ট ব্যবহার করতে হবে। তাই আমরা লিখতে চাই ঃ

ইস্ট পোস্ট পোস্টার মাস্টার স্টেশন স্টোর স্ট্রিট।

২০.০.১ স্বাঙ্গীকৃত বিদেশি শব্দের উচ্চারণে যেখানে s-এর দন্ত্য উচ্চারণ হয় না, সেখানে এই বর্ণগুচ্ছের বানানে ষ্ট লেখা হোক। তাই খ্রিষ্ট খ্রিষ্টান খ্রিষ্টাব্দ এই বানান লেখা হোক। কিন্তু s-এর দন্ত্য উচ্চারণ হলে স্ট লেখা হবে—যেমন, পোস্টমাস্টার।

২০.১.০ lb বর্ণগুচ্ছ-বিশিষ্ট ইংরেজি শব্দ বাংলায় লিখতে ল ব্ লিখতে হবে, ল্ব নয় bulb বাল্ব্, বাল্ব নয়।

২১. বিদেশি শব্দে শ-স

২১.১.০ এই সব আরবি-ফারসি শব্দে স ব্যবহারই চলবে ঃ

ইসলাম তসবির ফারসি মুসলমান মুসলিম সাদা সিতারা সুলতান সোফিয়া ইত্যাদি।

২১.২০ আমাদের চালু অভ্যাসের মধ্যে এসে গেছে বলে এই শব্দগুলি তালব্য শ দিয়ে লেখা হোক ঃ

আশেপাশে আয়েশ আশরফি উশুল ওয়াশিল কোশিশ চাপরাশি তপশিল তহশিল পোশাক বকশিশ বাদশাহি বালিশ শিশমহল হুঁশিয়ার ইত্যাদি।

২১.২.১ এই ইংরেজি শব্দগুলিতে উচ্চারণ-ঘনিষ্ঠতার কারণে তালব্য শ হবে ঃ

অ্যাশট্রে কার্নিশ নোটিশ বার্নিশ পালিশ পুলিশ মেশিন রাবিশ শুটিং (shooting) শ্যালো হাশিশ।

২১.২.২ ইংরেজি s-এর উচ্চারণ বাংলা শব্দে বজায় থাকলে তা দন্ত্য স দিয়েই লেখা উচিত হবে ঃ

কেস ক্রস জুস (juice) নার্স নার্সারি পাস মেস সুইট (suite) সুটকেস ইত্যাদি।

২১.৩.০ বাংলা মান্য উচ্চারণ অনুসারে স-এর s-উচ্চারণযুক্ত শব্দকে ছ দিয়ে

লেখা ঠিক হবে না। তাই এছলাম মুছলমান চালাম নয়, আমরা লিখতে চাই ঃ ইসলাম মুসলমান সালাম সুলতান সোলেমান।

২২.০০ ভারতীয় বাংলা য দিয়ে z উচ্চারণ বোঝানোর রীতি মান্যতা পায়নি। তাই এই রীতি গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। এজন্য অযু বা ওযু নয়, অজু বা ওজু। নামায নয়, নামাজ। হযরত নয়, হজরত।

২৩. র-ফলা

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ঋ-কার ব্যবহার না-করে র-ফলা ই-কার ব্যবহার করাই উচিত হবে। যেমন, খৃষ্ট নয়, খ্রিষ্ট ; বৃটিশ নয়, ব্রিটিশ।

২৪. ব্যঞ্জনপূর্ব র্-রেফ

হলন্ত র-এর পর ব্যঞ্জন থাকলে সাধারণভাবে র্ রেফ হয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জনের মাথায় বসবে, যেমন ঃ উর্দি উর্দু, কার্তুজ জর্দা ঝর্না পর্দা বর্মা বর্মি তুর্কি সর্দার গর্দান ইত্যাদি। তবে সমাসবদ্ধ বা বিদেশি উপসর্গযুক্ত বা প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দে রেফ না দিয়ে মূলের র বজায় রাখতে হবে ঃ কারচুপি কারসাজি খবরদার গরমিল গরহাজির জোরদার তরতাজা দরদাম নজরদারি বরকন্দাজ বরখাস্ত শোরগোল হরতাল হরদম হরবোলা ইত্যাদি।

২৫. ব্যক্তিনাম, পদবি, গ্রন্থনাম, স্থাননাম

২৫.১ ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে নাম লেখেন তাই আধুনিক বানানে গ্রাহ্য। পদবির ক্ষেত্রে পদবিধারী যদি আধুনিক বানান গ্রহণ করেন (যেমন অমিতাভ চৌধুরি) তাকে মান্য করব। যাঁরা প্রচলন অনুসরণ করবেন তাঁদের বানানও গ্রাহ্য।

২৫.১.১ ব্যক্তিনামের সংক্ষিপ্ত বা খন্ডিত রূপের ক্ষেত্রে মূল তৎসম শব্দের ঈ-কার উ-কার রক্ষণীয়, যেমন ঃ ধীরেনবাবু, শচীনকাকা, ভূপেনদা, রূপেন, রবীন। বিদেশি নামের বাংলা বানানে অবশ্য ই-কার ব্যবহার্য ঃ Robin রবিন।

২৫.২ গ্রন্থনামে মূল প্রাচীন বানান মান্য। অর্থাৎ 'পথের পাঁচালী'-কে 'পথের পাঁচালি' বা 'রাধারানী'-কে 'রাধারানি' লেখা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে গ্রন্থনামের সংরক্ষিত এলাকার বাইরে শব্দগুলি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হলে অ-তৎসম শব্দের বানান-সংক্রান্ত সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। যেমন, গ্রন্থনামে 'কাহিনী' 'পূরবী' 'রূপসী' (বাংলা) 'পথের পাঁচালী' রক্ষণীয়। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে শব্দগুলির ব্যবহার্য বানান হবে যথাক্রমে কাহিনি পুরবি রূপসি পাঁচালি।

২৫.৩ বাঙালিদের পদবির ইংরেজি ধরনের রূপে—ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি, গাঙ্গুলি ইত্যাদিতে হ্রস্ব ই-কার দিতে হবে, দীর্ঘ ঈ-কার নয়।

২৫.৪ অ-তৎসম শব্দের বানান পরিবর্তনের সূত্রে স্থাননামের বানানেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটছে। নদীয়া নদিয়া হয়েছে, নৈহাটী > নৈহাটি, দীঘা > দিঘা, মেমারী > মেমারি, রাণাঘাট > রানাঘাট। এই প্রবণতা আমরা সংগত বলে মনে করি।

২৬. লিখনরীতি বিষয়ে

সমাসে শব্দবন্ধন ও হাইফেন প্রয়োগ

বাংলা বানান প্রসঙ্গে সমাসবদ্ধ তথা যৌগিক শব্দ সাজানোর পদ্ধতি নিয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। কোন্ শব্দগুচ্ছ একসঙ্গে লিখব, কোন্‌গুলিকে পৃথক রাখব বা হাইফেন দিয়ে যুক্ত করব, সে সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ দৃষ্টান্ত ঃ

২৬.১ যেসব ক্রিয়াজাত বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একাধিক অংশে বিভক্ত এবং সাধারণভাবে অসমাপিকার ও সমাপিকার যোগফলে তৈরি, সেগুলিতে হাইফেন ব্যবহার করা হোক, যেমন ঃ

খসে-পড়া ('মালা হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল')
ভুলে-যাওয়া ('ভুলে-যাওয়ার বোঝাই ভরি')
চোখে-চাওয়া ('চোখে-চাওয়ার সকল বাঁধন')

২৬.১.১ দুই বা দুইয়ের বেশি শব্দ নিয়ে তৈরি সমাসবদ্ধ শব্দের ক্ষেত্রেও হাইফেন বাঞ্ছনীয়, যেমন নাম-না-জানা, সদ্য-ভরতি-হওয়া, না-বলা না-দেখা, কত-না।

২৬.১.২ সন্ধি করা যায়, কিন্তু করা হয়নি—এমন সমাসবদ্ধ পদেও হাইফেন দেব যেমন—ঘন-আড়ম্বর, প্রয়োজন-উদ্ভূত, বিদ্যুৎ-আলোক, ভবিষ্যৎ-ভাবনা, স্বেচ্ছা-অবসর

২৬.২ তৎসম বিধানে প্রাতিপদিকের সঙ্গে সন্ধি না-করে কর্তৃকারকের একবচনের রূপের সঙ্গে অন্য শব্দের সমাস করলে বিকল্পে হাইফেন চাই। যেমন—

প্রাণী-বিদ্যা পক্ষী-নিবাস যশ-ইচ্ছা ছন্দ-প্রকরণ। শেষ উদাহরণটি বিষয়ে বলি ঃ সংস্কৃত 'ছন্দস্'-এর কর্তৃকারক একবচনের রূপ 'ছন্দঃ' হলেও বাংলায় তার অর্ধতৎসম রূপ ছন্দ-ই মূল শব্দ হিসাবে দীর্ঘদিন প্রচলিত। তাই আধুনিক প্রয়োগে সমাসের পূর্বপদ হিসাবে 'ছন্দ' লেখা হোক।

২৬.৩ নতুন সমাসবদ্ধ বা যৌগিক শব্দের ক্ষেত্রে অর্থবোধের সুবিধার জন্য সমস্যমান বা যোজ্যমান শব্দগুলির মাঝে ফাঁক না-রেখে হাইফেন দেওয়াই বাঞ্ছনীয়, যেমন—ই-মেল এক-জানালা-বন্দোবস্ত, দূরদর্শন-উপস্থাপনা, টেলি-যোগাযোগ, চল-ভাষ (mobile phone) ইত্যাদি।

দুয়ের বেশি শব্দের দ্বন্দ্বসমাসের ক্ষেত্রে সংযোগচিহ্ন আবশ্যিক হবে। যেমন তেল-নুন-লড়কি, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ, বাপ-মা-ভাই-বোন, হাত-পা-নাক-কান

২৬.৪ সমার্থক বা সমপর্যায়ের দুটি শব্দের সমাস হলে তা জুড়ে লেখাই উচিত হবে ঃ ভেবেচিন্তে, বেঁচেবর্তে, বিদেশবিভুঁই, কাগজপত্তর, বন্ধুবান্ধব, রাজাবাদশা, ঘরবাড়ি টাকাপয়সা।

২৬.৪.১ এ ক্ষেত্রে পরবর্তী শব্দটির গোড়ায় স্বরবর্ণ থাকলে হাইফেন দেওয়া বাঞ্ছনীয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমির-ওমরা, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, বিষয়-আশয়, ভাদ্র-আশ্বিন, রাজা-উজির

২৭. না-নি-নে ঃ কীভাবে লিখব

২৭.১ নিষেধাত্মক 'না' ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হলে 'না'-কে পৃথক লিখব ঃ যেমন—দেব না, বলি না, কোরো না, শুনল না, যেয়ো না।

২৭.২ কিন্তু নিষেধাত্মক ও অতীতবাচক 'নি' যদি ক্রিয়াপদে যুক্ত হয় তা ক্রিয়ারূপের সঙ্গে জুড়ে লেখাই সংগত ঃ কারণ পূর্বপদের ধ্বনিপ্রবাহের ধারাবাহিকতার সঙ্গে পরবর্তী 'নি' যুক্ত এবং নি-র কোনো পৃথক ও স্বাধীন প্রয়োগ নেই। যেমন—হয়নি, করিনি, দেখিনি, শুনিনি, ধরেনি, ভাবেনি।

একই যুক্তিতে 'নে'-ও ক্রিয়ারূপের সঙ্গে যুক্তভাবে লেখা হোক ঃ করিনে, যাইনে, ভাবিনে।

২৭.৩ 'না' যখন বিশেষ অনুরোধের চিহ্ন, তখন তা ক্রিয়ার সঙ্গে জুড়ে অথবা হাইফেন বসিয়ে লিখতে হবে ঃ যাওনা যাও-না, বলোনা (=বলো) বলো না, দেখোনা দেখো-না। কারণ এই 'না' পূর্ব ক্রিয়াপদকে নাকচ করছে না, বরং তারই একটা ধরন (aspect) বোঝাচ্ছে। সেদিক থেকে এই 'না' সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ার অর্থের অঙ্গ।

২৭.৪ এই প্রসঙ্গে একসঙ্গে লেখা 'এমনকি' ('এমনকি আমিও কথাটা বলে ফেলেছি') এবং পৃথক 'এমন কী' ('এমন কী [=কী এমন] ভালো খেলল অস্ট্রেলিয়া')—এ দুয়ের তফাত খেয়াল করা দরকার। প্রথম 'এমনকি'তে উচ্চারণের বল বা শ্বাসাঘাত নেই। দ্বিতীয়টিতে আছে, তাই বানানেও পার্থক্য বজায় থাকে।

২৭.৪.১ এইভাবেই প্রভেদ করতে হবে 'সে কী' (বিস্ময়বাচক উচ্ছ্বাস) আর 'সে কি' (সাধারণ হ্যাঁ-না প্রশ্নের কি)-এর মধ্যে ঃ

ও এর মধ্যেই চলে গেছে? সে কী!

সে কি কাজটা শেষ করেছে?

২৭.৫ বাংলায় দু-রকম 'কিনা' প্রচলিত। যেমন, তুমি যাবে কি না? (তুমি যাবে কি যাবে না?) এখানে কি ও না পৃথক থাকবে। কিন্তু, তুমি যাবে কিনা তাই উশখুশ করছ—এখানে কিনা একসঙ্গে।

২৮. যতিচিহ্ন বিষয়ে

বাক্য যদি রোমক হরফে লেখা ইংরেজি বা অন্য বিদেশি শব্দ দিয়ে শেষ হয় তবে যতিচিহ্ন হিসাবে ফুল স্টপ (.) নয়, বাংলা বাক্যের সাধারণ রীতি অনুসারে দাঁড়ি (।) বসবে ঃ যেমন গল্পটা খুব interesting। লোকটা dangerous। জার্মানির অন্য নাম Deutschland।

২৯. উদ্ধৃতি চিহ্ন

২৯.১ গ্রন্থ, পত্রিকা, নথি ইত্যাদির নাম দু-পাশে একটি করে ঊর্ধ্বকমার মধ্যে দেওয়া যায়, ছাপায় কেউ কেউ ইটালিক্‌সও পছন্দ করেন। প্রবন্ধ, ছোটোগল্প, কবিতা ইত্যাদির নাম থাকুক দু-পাশে দুটি জোড়া ঊর্ধ্বকমার মধ্যে।

২৯.১.১ উদ্ধৃত সংলাপ দুটি ঊর্ধ্বকমার মধ্যে (" "), আবার তার মধ্যে উদ্ধৃত সংলাপে একটি করে ঊর্ধ্বকমা (' ') দেওয়া যেতে পারে।